পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ২৪ম সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮২ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৬ ইং : ২৯শে রবিউস-সানি, হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ২৯শ বর্ষ
আহ্‌মদী ২৪ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ আল-কুরআন : সূরা আল-মাউনের তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : সৎকর্মে অগ্র-গামীতা বনাম সৎকর্মে পশ্চাৎপদতা	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
০ অমৃতবাণী : 'সময়োপযোগী ঐশী সতর্কবাণী'	হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)	৭
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	১০
০ জুমার খোৎবা	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
০ ৫৭তম মজলিসে-শুরায় হুজুরের সমাপ্তি ভাষণ	" " "	১৩
০ আল-মাহদী (কবিতা)	শাহ আ, ব, ম, মাজহারুল হান্নান	১৭
০ সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার বিবরণ		১৮
০ বিভিন্ন জামাতে খেদমতে-দ্বীনের এক ঝলক	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০
০ একটি বিশেষ দোওয়ার তাহরীক		২২
০ শুভ বিবাহ		২৩
০ খেলাফৎ : হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে	" " "	২৪

আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন ঃ "সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী, যে খোদাতায়ালাকে ভালবাসে। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ খোদাতায়ালাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পথে মাল খরচ করে, তাহা হইলে আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে, তাহার মালের মধ্যেও অন্যের তুলনায় অধিক আশীস ও বরকত দান করা হইবে। কেননা মাল নিজে নিজেই মানুষের হস্তগত হয়না বরং খোদাতায়ায়ালার ইচ্ছায়ই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাহার মালের একাংশ ত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই উহা (বহুগুণে বর্ধিত পুরস্কার সহ) লাভ করিবে।"

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ২৪ম সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮২ বাং : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৬ ইং : ৩০শে শাহাদত, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

সুরা আল্ মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ);

ভাবানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

দুনিয়াতে যে কোন সময়ে শিষ্ট বা দুষ্ট, কাহারও না কাহারও প্রাধান্য হইয়া থাকে। আলচ্য আয়াতে প্রাধান্য বলিতে পরিণামে শিষ্ট বা পূণ্যশীলের প্রাধান্যকে বুঝাইতেছে। যাহারা পরকালে বিশ্বাসী নহে, তাহারা পরিণামে পূণ্যের প্রাধান্যে বিশ্বাসী নহে। তাহারা ব্যক্তিগত বা জাতিগত উপকারের জন্য প্রধানতঃ মন্দ পন্থা অবলম্বন করে। কারণ ইহাতে কুরবানী কম দিতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা অন্যায়ের ফলে পরাজয় ও ধ্বংস এবং পূণ্যের ফলে বিজয়ে বিশ্বাসী, তাহারা কখনও সাময়ীক উপকার এবং চিরক্ষতি খরিদ করার জন্য অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে না। খোদাভক্ত নবীগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামীগণ কখনও পার্থিব কোন উপকার বা ভয়ের কারণে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েন না এবং তাঁহারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু বড় বড় দার্শনিক বড় বড় নীতি-নিয়মের বুলি মুখে আওড়াইলেও তাহাদিগের চরিত্রে সে সত্যের প্রতিফলন পাওয়া যাইবে না। বিপদ ও বিপাকে পড়িলে তাহারা তাহাদিগের কথা ও সত্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বিলম্ব করিবে না। কিন্তু নবীগণ ও তাঁহার অনুগামীগণ কোন অবস্থাতেই সত্য বিচ্যুত হয়েন না।

গেলিলিও যখন আবিষ্কার করিল যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তখন খ্রীষ্টান পাদরীগণ তাহার উপর কুফরের ফতওয়া লাগাইল। কারণ তাহাদিগের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী স্থির এবং উহার চারিদিকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকারাজি ঘুর্ণায়মান। কিছু

সময় পর্যন্ত গেলিলিও পাদরীগণের মোকাবেলা করিল। কিন্তু যখন পাদরীগণের বিরুদ্ধাচরণ চরমে উঠিল, তখন সে নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঘোষণা দিতে বাধ্য হইল যে, প্রকৃত পক্ষে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, শয়তান তাহাকে ইহার বিপরীত মনে করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং এখন সে সত্য বুঝিতে পারিয়াছে এবং অনুতাপ করিতেছে। গেলিলিও একটা ছোট সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু কেবল পাদরীগণের বিরুদ্ধাচরণের হাত এড়াইতে সে ঐ সত্যকে অস্বীকার করিয়া গেল। ইহার কারণ পরকালে এবং পরিণামে সত্যের জয়ে তাহার বিশ্বাস ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও সাল্লাম খোদার আদেশে একা ও একক অধঃপতিত বিশ্বের বিরুদ্ধে, তাহাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের সকল স্তরের অনাচার অবিচার ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি তাহাদিগের ৩৬০ দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে এক খোদার এবাদত পেশ করিলেন এবং নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। কিছুকাল পর পরামর্শ করিয়া মক্কার প্রধানগণ তাঁহার চাচা আবু তালেবের নিকটে যাইয়া বলিলেন, আপনার ভাতিজা আপনার প্রতিপালিত ও আশ্রিত। তিনি আপনার বাধ্য। যথেষ্ট সময় হইতে তিনি আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলুন। তিনি কেন এরূপ করিতেছেন? যদি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। যদি তাঁহার সম্পদের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমরা আমাদের সকল সম্পদ একত্রিত কয়িয়া এক তৃতীয়াংশ তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছি। এ কাজে ধনী নির্ধন আমরা সকলে একমত। যদি তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী লাভের ইচ্ছা থাকে, আমরা রইসগণের কন্যাগণকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত। তিনি যাহাকে পছন্দ হয় বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করুন। যদি তিনি হুকুমত চাহেন আমরা উহাও তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা কেবল এতটুকু চাহি যে তিনি আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথা বলা পরিত্যাগ করুন।" পাঠক দেখুন, কত সহজ শর্ত! তিনি যাহা যাহা প্রচার করিতে চাহেন করুন, কেবল তাহাদের দেবদেবীগণের বিরুদ্ধে যেন কোন মন্তব্য না করেন। ইহার বিনিময়ে তাহারা প্রস্তাবিত বস্তুসমূহ দিতে প্রস্তুত। এমন সস্তা সওদা দুনিয়ার কে ছাড়িবে? মক্কার প্রধানগণ উক্ত প্রস্তাবসমূহ দিয়া আবুতালেবকে বলিলেন, "আপনি আপনার ভাতিজাকে বুঝান। যদি তিনি না মানেন এবং আপনি তাহাকে বুঝাইতে সক্ষম না হয়েন, তাহা হইলে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। যদি আপনি তাহা না করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে আপনি আপনার কওমের লাঞ্ছনা চাহেন। সে ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে

পরিত্যাগ করিতে এবং আমাদের নেতৃত্বের পদ হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইব।" আবু তালেব হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ডাকিয়া এই সংবাদ সবিস্তারে শুনাইলেন। সকল কথা বলিতে গিয়া শেষের দিকে তাহার কণ্ঠ স্নেহবশে ভারি ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার বহু দিনের সঙ্গ ও সস্নেহ ব্যবহারের চিত্র হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সুবিমল এবং ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাভরা চিত্তে এক যোগে ভাসিয়া উঠিল। চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "প্রিয় চাচা! আমি আপনাকে আমার জন্য এত বড় কুরবানী দিতে বলি না যে, আপনি আমার জন্য আপনার কওমকে ও তাহাদের উপর আপনার নেতৃত্বকে বিসর্জন দেন। চাচা! আপনি স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হউন এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। বাকী থকিল তাহাদের প্রস্তাবাবলীর বিষয়। প্রিয় চাচা! আমি কওমের নিকট যে বাণী উপস্থাপিত করিয়াছি, উহা কোন পার্থিব স্বার্থ বা লোভে করি নাই।" তিনি বিনীত অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে জানাইলেন, "হে প্রিয় চাচা, যদি তাহারা সূর্যকে আনিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে ও চন্দ্রকে আমার বাম হস্তে স্থাপন করে, তথাপি যে সত্য খোদা আমাকে দান করিয়াছেন এবং যাহার প্রচার করিতে তিনি আমাকে আদেশ দিয়াছেন, উহা হইতে আমি বিরত হইতে পারিব না। আমার জন্য আপনাকে আমি কোন কুরবানী করিতে বলিনা। আপনি গিয়া আপনার কওমের মধ্যে মিলিয়া যাউন। আপনি আমাকে খোদার হাতে ছাড়িয়া দিন।" আবু তালেব যিনি, তাঁহার কওমের মধ্যে মহা সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং সর্বসম্মত নেতা ছিলেন এবং নিজে নেতৃত্ব ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি তাঁহার ভাতিজার এই প্রকার উদ্দীপনাময় উত্তর শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন এই মানব যাহা পেশ করিয়াছেন উহা সাধারণ বিষয় নহে। উহা চিন্তা ও গবেষণার ফল নহে, বরং উহা অপর কিছু, যাহা তাহার হৃদয়কে আলোকমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এখন জগতের কোন শক্তি তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না এবং তিনি সত্যের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত। অগ্নির সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ আবু তালেবের হৃদয় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ঈমানের নূরের অগ্ন্যুত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হে প্রিয় ভাতিজা, তুমি যাও এবং নিজ পবিত্র কর্মে মনোযোগী হও। আমার কওম যদি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে, তবে তাহারা তাহা করুক, কিন্তু আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।" দর্শন ও দার্শনিকগণের ইতিহাসে কি সত্যে এইরূপ অবিচল ও অটল থাকার নজীর আছে?

আবু তালেব ইসলামে ঈমান আনেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কওম তাঁহাকে তাঁহার

ভাতিজার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই, এমনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সত্যের ঈমানী শক্তির প্রভাব ছিল।

সত্যে অবিচল থাকার দৃষ্টান্ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণের ইতিহাস ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভরা। হযরত উমর (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যামানায় এক মরুবাসী মুসলমান ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলে। কাজীর নিকট তাহার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের হইল। হত্যা সাব্যস্তই ছিল। কাজী তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। সে কাজীকে জানাইল, "আমার নিকট কিছু এতীমের মাল আছে। আমি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য, কিন্তু আমি এখনি মারা গেলে এতীমগুলি অভাবে মারা যাইবে। আমি তাহাদের ধন এক গোপন জায়গায় মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিয়াছি। আমি ছাড়া সেই জায়গার সন্ধান অন্য কেহ জানে না। আমাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হউক। আমি গিয়া এতীমগণের মাল সমঝাইয়া দিয়া আসি।" কাজী বলিলেন, "আমি অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি যে ফিরিয়া আসিবে, তাহার বিশ্বাস কি?" মরুভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা মস্কিল, সেই জন্য কাজী জামীন তলব করিলেন। সেই ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকাইয়া হযরত আবু যার গাফফারী (রাঃ)-কে সম্মুখে দেখিয়া কাজীকে বলিল, "ইনিই আমার জামীন।" কাজী হযরত আবু যার গাফফারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই ব্যক্তির জামীন হইতে রাজী আছেন?" তিনি বলিলেন, "হঁ্যা"। কাজী আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন।সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। তৃতীয় দিবস আসরের সময় সকলে তাহার প্রত্যবর্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সূর্য ডুবিতে দুই ঘন্টা বাকী। আরও পৌনে এক ঘন্টা কাটিল, সে আসিল না। এই ভাবে সময় দ্রুত কাটিয়া যাইতে লাগিল। তবু যখন তাহাকে দেখা গেল না, এবং তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, অথচ সূর্য ডুবু ডুবু হইতেছে, তখন উপস্থিত সকল মুসলমান হযরত আবু যার গেফফারী (রাঃ)-এর জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তিনি একজন মুখলেস সাহাবী ছিলেন। তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কায় সকলের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ ব্যক্তি কে ছিল যে আপনি তাহার জন্য জামীন হইয়াছেন? সময় পার হইতে চলিয়াছে এবং তাহার কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না।" তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "আমি তো জানি না সে কে?' লোকে তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কেন আপনি এরূপ গুরু দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইলেন?" "তিনি বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি যখন চারিদিকে তাকাইয়া আমাকে দেখিয়া বলিল যে, ইনি আমার জামীন, তখন আমার আত্ম-মর্যাদা ইহা সহ্য করিতে পারিল না

যে, এক মুসলমান না জানিয়া শুনিয়া আমার উপর ভরসা করিল এবং আমি তাহাকে প্রাত্যাখ্যান করি। সেও আমাকে জানে না। আমার উপর তাহার আস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে নিরাশ করিতে পারি নাই।" সময় যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, লোকদের মধ্যে ততই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দূরে ধুলা উড়িতে দেখা গেল। মনে হইল কেহ ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল আগন্তুক অপর কেহ নহে, সেই মৃত্যুদণ্ডের আসামী। সময়ে হাজির হইবার জন্য সে ঘোড়া এত বেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল যে, সে ঘোড়া হইতে অবতরণ করিতে না করিতে ঘোড়াটি পড়িয়া ধরাশায়ী হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দম ফাটিয়া মারা গেল। সে বলিল, "আমি এতীমগণের মাল দিয়া আসিয়াছি। এখন আমি শাস্তির জন্য স্বীয় শীর অবনত করিয়া দিতেছি। আমাকে দণ্ড দেওয়া হউক। আমি নিশ্চিন্ত মনে এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।" নিহত ব্যক্তির ওয়ারীসগণের উপর তাহার বিস্ময়কর সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততার এরূপ প্রভাব পড়িল যে, তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিল, "আমরা এই ব্যক্তির খুনের অপরাধ ক্ষামা করিয়া দিলাম।" ইসলামে নিহত ব্যক্তির ওয়ারীসগণকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিবার অধিকার দিয়াছে। তদনুযায়ী আসামী খালাস পাইল।

একটি দুইটি নহে, এইরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমূহকে জ্যোতির্ময় করিয়া রাখিয়াছে। এ সব ইউরোপীয় ডিপ্লোমেসী ও পলিটিক্সের কথা নহে। এই সব স্বচ্ছ ও সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, সত্যবাদীতা, ন্যায় বিচার, কুরবাণী, বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ় চিত্ততা কাহাকে বলে এবং মুসলমানগণ কিরূপ নির্ভীকতার সহিত নেক কাজের অনুশীলন করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে তাহারা কেন এবং কিসের জন্য এরূপ কাজ করিতেন। ইহা এই জন্য যে, তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন যে তাহারা ইহলোক ছাড়িয়া গেলে, পরলোকে তাহার পূণ্যের পুরস্কার পাইবেন। সুতরাং পরলোকে ঈমান না থাকিলে পূর্ণাকারে নেকীর অনুশীলন সম্ভব নহে। সুতরাং পরকালের উপর ঈমান এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, পরিণামে নেক আমল জয়যুক্ত হইবে এবং পূণ্যের ও পূণ্যাত্মাগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পাঠাক, ইসলামের এই উজ্জল ইতিহাস শুধু অতীতের কথা হইয়া রহিয়া যাইবে না। আল্লাহ্তায়ালা আহমদীয়া জামাতের দ্বারা অতীত ইতিহাস নুতন করিয়া রচিত করিতেছেন। শীঘ্রই জগতের সম্মুখে সেই নমুনা নূতন করিয়া গৌরবে দৃশ্যমান হইবে। (ক্রমশঃ)

আহমদী

১৫ই এপ্রিল—১৯৭৬ ইং

হাদিস শরীফ

সৎকর্মে অগ্রগামীতা বনাম সৎকর্মে পশ্চাৎপদতা

(১)

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল : লা তারফায়ু আসওয়াতাকুম ফওকান নবীয়ে ওয়ালা তাজহারু লাহু বিল কওলে কাবা'যেকুম লেবাযিন আন তাহ্বাতা আমালুকুম" —(অর্থাৎ তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর হইতে উঁচু করিও না, তেমনি নিজের কথাকেও প্রাধান্য দিও না, যেরূপ, পরস্পরের মধ্যে তোমরা করিয়া থাক, অন্যথায় তোমাদের আমল তোমাদের অজান্তেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে), তখন হযরত সাবেত বিন কায়স, যিনি আনসারদের মধ্যে খতীব (খোৎবাদানকারী) ছিলেন এবং তাঁহার উঁচু কণ্ঠস্বর ছিল। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট আসা ছাড়িয়া দিলেন। নিজের ঘরেই বসিয়া থাকিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে তিনি নরকবাসী, কেননা তাঁহার আওয়াজ উঁচু। একদিন হযরত নবী করীম (সাঃ) সা'দ বিন মায়াজকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবেত বিন কায়স কেন আসেন না? তিনি কি অসুস্থ? সা'দ বলিলেন যে, তিনি আমার প্রতিবেশী কিন্তু আমি তাঁহার অসুস্থার কথা জানিনা। অতঃপর সা'দ (রাঃ) সাবেতের (রাঃ) নিকট তাঁহার অবস্থা এবং না আসার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি বলিলেন যে, 'আমার আওয়াজ উঁচু, সেইজন্য আমি দোযখী।' হযরত সাদ এই ঘটনা হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে শুনাইলেন। হুজুর (সাঃ) বলিলেন, 'বরং তিনি জান্নাতি।' (অর্থাৎ আয়াতের অর্থ তাহা নহে যাহা সাবেত (রাঃ) বুঝিয়াছেন। বরং বে-অদবীর সহিত বা অসালীনভাবে নবী বা নবীর নোমায়েন্দার সামনে আওয়াজ উঁচু করা নিষেধ কিন্তু যাহার কণ্ঠস্বর প্রকৃতি গতভাবে উঁচু, তাহার কথা ভিন্ন। সুবহানাল্লাহ্, সাহাবা (রাঃ) কত বা-আদব এবং সতর্ক ছিলেন)। (বোখারী ও মুসলিম)

(২)

"কাহারও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা শোনে, তাহাই (বিনা অনুসন্ধানে অন্যের কাছে) বলা আরম্ভ করে।"
(বোখারী)

(৩)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আসিয়া রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, হে রসুলুল্লাহ্! কোন্ খয়রাত বা আর্থিক কুরবানীর বেশী সওয়াব হয়? তিনি বলিলেন, যখন সুস্থাবস্থায় তুমি আর্থিক কুরবানী বা খয়রাত কর, এবং তোমার নিজেরও অর্থের প্রয়োজন থাকে। উক্ত অবস্থায় সদকা বা আল্লাহ্ পথে অর্থ-ব্যয়ের অধিক সওয়াব রহিয়াছে।

কিন্তু জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন তুমি বল যে, আমার মৃত্যুর পর এত টাকা পয়সা অমুককে দিও এবং এত অমুককে—সেই অবস্থায় সদকা দেওয়ার তদ্রূপ সওয়াব নাই। কেননা তখন তো তুমি না দিলেও তোমার মাল ওয়ারেসগণ লইয়া যাইবে, এবং তোমার মাল নিশ্চয়ই তোমার হস্তচ্যুত হইবে।

(বোখারী)

(৪)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষের যখনই কোন নেকী (সৎকাজ) করার সুযোগ ঘটে, তৎক্ষনাৎ উহা তাহার পালন করা উচিত। কেননা হয়ত পুনরায় সেই সুযোগ তাহার নাও ঘটিতে পারে। উপস্থিত সুযোগ আছে। পরে হয়ত সে এত দরীদ্র হইয়া যাইতে পারে যে, দারীদ্রই তাহার নেকী করার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। অথবা সে এত ধনবান হইতে পারে যে, প্রাচুর্যের অহমিকায় মত্ত হইয়া সে নেকী হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। অথবা সে এমনভাবে রোগাক্রান্ত হইতে পারে যে, নেক কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। অথবা এত বৃদ্ধ হইতে পারে যে, চেতনা ও কর্ম-ক্ষমতা লোপ পাইয়া যায়। অথবা মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে, ফলে আমলের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যায় অথবা আরও কোন ফেৎনা বা বিপদে পতিত হইতে পারে। যেমন, শেষযুগে আত্মপ্রকাশ কারী দজ্জালের ফেৎনা কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া নেক কাজ হইতে বঞ্চিত হয়। এজন্য হে মানব সকল, যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই নেকী কর।" (তিরমিযী)

অনুবাদ : আমহদ সাদেক মাহ্‌মুদ

২৭শে মে ঃ খেলাফত দিবস

কুরআন শরীফে ও সহি হাদিসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত-আলা-মিনহাজেন-নবুয়ত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত তথা মানব ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র দিন। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের পরবর্ত্তী দিবসে কুরআন ও হাদিস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) প্রণীত আল-ওসিওত পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌঃ নূরুদ্দীন (রাঃ) ও দ্বিতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত মোসলেহ মওউদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)। বর্ত্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হযরত ফাতেহুদ্দী হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)। এই পবিত্র দিনে খেলাফতের তাৎপর্য ও কল্যাণ এবং উহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জামাতে কর্মকর্ত্তাগণ যথারীতি বিশেষ আয়োজন করিবেন।

আহ্‌মদী

৩০শে এপ্রিল—১৯৭৬ ইং

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর

অমৃত বাণী

"দেখ, আমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, খোদার নিদর্শনসমূহ এখনো শেষ হয় নাই। সেই প্রথম ভূমিকম্প সম্বলিত নিদর্শনের পর, যাহা ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, পুনরায় খোদা আমাকে জানাইয়াছেন যে, আরো একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে। ইহা বসন্তকালে হইবে। ইহা কি বসন্তের প্রথমভাগে হইবে, যখন বৃক্ষে পাতা নির্গত হয়, কি ইহার মধ্যভাগে হইবে, কি শেষ ভাগে হইবে, আমি তাহা জানি না। এ সম্বন্ধে খোদার ওহির বাক্যগুলি এই :

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

[অর্থাৎ 'আবার বসন্ত আসিল, খোদার বাণী আবার পূর্ণ হইল']। যেহেতু, পূর্বের ভূমিকম্পও বসন্তকালেই সংঘটিত হইয়াছিল, সেইজন্য খোদাতায়ালা জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরবর্তী এই ভূমিকম্পও বসন্তকালেই হইবে। জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে, কোন কোন বৃক্ষে নব-পত্র সঞ্চার আরম্ভ হয় বলিয়া, এ মাস হইতেই ভয়ের সময় আরম্ভ হইবে, এবং সম্ভবতঃ মে মাসের শেষ পর্যন্ত ইহা থাকিবে।'*

খোদা বলিয়াছেন : زلزلۃ الساعۃ

অর্থাৎ, "সেই ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা হইবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন : لک نری آیات ونہدم ما یعمرون

অর্থাৎ, "তোমার জন্য আমি নিদর্শন প্রদর্শন করিব এবং তাহারা যে সমস্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিতে থাকিবে, আমি তাহা ধূলিসাৎ করিতে থাকিব।"

আবার বলিয়াছেন : بھونچال آیا اور شدت سے آیا - زمین تہ و بالا کردی

---

* আমি জানি না, বসন্তকাল দ্বারা কি এবারের বসন্তই বুঝায়, যাহা এই শীতের পর আসিতেছে—না, অন্য কোন সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া নির্দিষ্ট রহিয়াছে, যখন বসন্তকাল হইবে। যাহা হউক, খোদাতায়ালার বাক্য হইতে জানা যায় যে, তাহা বসন্ত কালে হইবে, সে যে কোন বসন্তকালই হউক না কেন। কিন্তু রাত্রিতে সংগোপনে উপস্থিত হয়, এমন এক ব্যক্তির ন্যায় খোদা উপস্থিত হইবেন। খোদা আমাকে ইহাই বলিয়াছেন।

অর্থাৎ, "একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে এবং উহা ভূপৃষ্ঠ অর্থাৎ পৃথিবীর কোন কোন অংশ উলট পালট করিয়া দিবে, যেমন লুত নবী (আঃ)-এর সময় হইয়াছিল।"

আবার বলিয়াছেন : انی مع الافواج اتیک بغتۃ

অর্থাৎ—"আমি অলক্ষিতভাবে সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইবে।" সেই দিন সম্বন্ধে কাহারও জানা থাকিবে না, যেমন লুত নবী (আঃ)-এর বস্তী বিধ্বস্ত করিবার পূর্বে কেহই কিছু বুঝিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই পানাহার ও আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ভূমি উল্টাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং, খোদা বলিতেছেন যে, এ স্থলেও তাহাই হইবে। কারণ, পাপ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং মানুষ পৃথিবীকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোদার পথ ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়।

আবার বলিয়াছেন : زندگیوں کا خاتمہ

অর্থাৎ, 'জীবন সমূহের অবসান।' তিনি পুনঃ আমাকে বলিয়াছেন :

قال ربک انہ نازل من السماء ما یرضیک - رحمۃ منا و کان امرا مقضیا -

অর্থাৎ, "তোমার প্রভু বলিতেছেন যে, আকাশ হইতে এক আদেশ অবতীর্ণ হইবে। তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ইহা আমার তরফ হইতে রহমত স্বরূপ হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে।"

ইহা সুনিশ্চিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী জাতি সমূহে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশ এই আদেশ অবতীর্ণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। কে আছে, আমার কথায় প্রত্যয় করিবে? সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ভিন্ন কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘোষণা ত্রাস জন্মাইবার জন্য করা হয় নাই, বরং ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সতর্ক হওয়ার জন্য এই ঘোষণা করা হইয়াছে, যেন কেহ অজ্ঞতা বশতঃ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখে। সুতরাং দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দুঃখ হইতে নিরাপদ করাই আমার উদ্দেশ্য। যাহারা তওবা করে, তাহাদিগকে খোদার আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে দুর্ভাগা তওবা করে না, হাস্য-বিদ্রূপপূর্ণ বৈঠক সকল পরিহার করে না, দুষ্ক্রিয়া ও গোনাহ্ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার ধ্বংস হওয়ার সময় সন্নিকট। কারণ, তাহার ঔদ্ধত্য খোদার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য।" (আল-ওসিওত, ১৯০৫ সালে প্রণীত, বঙ্গানুবাদ-২৪ পৃঃ)

আহ্‌মদী

৩০শে এপ্রিল—১৯৭৬ ইং

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

জামাতের এখলাস ও নিষ্ঠা এবং খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, বন্ধুগণ লাযেমী চাঁদাসমূহের বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবেন।

যদি আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী পেশ করিতে থাকি, তাহা হইলে খোদাতায়ালার এই ওয়াদা আছে যে, যে ঘাটতি বা শুন্যতা থাকিয়া যাইবে, তিনি স্বয়ং তাহা পুরণ করিয়া দিবেন।

রবওয়া (মসজিদে আকসা), ২রা এপ্রিল— সৈয়দানা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ জুমার খোৎবার মধ্যে আল্লাহ্‌-তায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এই দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, লাজেমী চাঁদা সমূহের আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পূর্বে বন্ধুগণ লাজেমী চাঁদা সমূহের বাজেট শুধু পূর্ণই করিয়া দিবেন না, বরং নিজেদের পূর্ব ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইবেন এবং এই ধারায় কুরআনী ওয়াদা অনুযায়ী খোদাতায়ালার অধিকতর ফজল ও কৃপা লাভে সচেষ্ট হইবেন।

খোৎবার প্রারম্ভে হুজুর এই আয়েত পাঠ করেন :

والذين صبروا ابتغاء وجه
ربهم واقاموا الصلوة وانفقوا مما
رزقنٰهم سرا وعلانية ويدرءون
بالحسنة السيئة اولٰئك لهم عقبى
الدار ○ (الرعد-٢٣)

উক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা করিয়া হুজুর বলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা ঈমানের কতক বুনিয়াদী দাবী ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত মোমেন রেযায়ে এলাহী লাভের উদ্দেশ্যে সবুর ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত নামায আদায় করে, এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, উহা প্রকাশ্য এবং গোপন উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে। তেমনি, তাহারা বদীর মোকাবেলা বদীর দ্বারা করে না বরং নেকীর মাধ্যমেই করিয়া থাকে। সে কারণেই তাহাদের জন্য উত্তম পরিণাম নির্ধারিত আছে।

হুজুর বলেন যে, মোমেনগণ তাহাদের যে সকল শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিয়া থাকে, উহাদের মধ্যে বুদ্ধি, মেধা, নৈতিক ও দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয় এবং সময়ের কুরবানী ব্যতীত মালের কুরবনীও শামিল রহিয়াছে। আর্থিক কুরবানীর যে সকল পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘকাল

ব্যাপী স্থায়ী থাকে। আবার কতক জমানা এইরূপ হয়, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এই দাবী আসে যে তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী পেশ কয়িয়া দাও, অতঃপর যে কমী বা শুন্যতা থাকিয়া যাইবে উহা তিনি স্বয়ং পুরন করিবেন। বর্তমানে আমরাও তদ্রুপ জমানার মধ্য দিয়াই অতিক্রম করিতেছি। আমরা সেই মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামাত, যাহাদের সম্পর্কে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা এই শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এই জামাতের দ্বারা ইসলামকে দুনিয়াতে জয়যুক্ত করা হইবে।

বাহ্যতঃ আমরা একটি গরীব এবং অত্যন্ত দুর্বল জামাত। দুনিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং আমাদের সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। আমরা নিঃসন্দেহে অতি তুচ্ছ, অনু পরমানুবৎ। আমরা মানব হৃদয়কে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের জন্যই জয় করার উদ্দেশ্যে যে সকল কুরবানী পেশ করিয়া যাইতেছি, উহাও কোন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু যদি আমরা দোওয়া করিয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া, আমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী পেশ করিতে থাকি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার এই ওয়াদা আছে যে, যে কমী বা অভাব থাকিয়া যাইবে তাহা তিনি স্বয়ং পুরণ করিবেন।

হুজুর বলেন, আমাদের জামাত প্রত্যেক বৎসর মালী জেহাদের ময়দানে যেভাবে উন্নতির পর উন্নতি করিয়া যাইতেছে এবং যেভাবে তাহাদের উপর খোদাতায়ালার ফজল বর্ষিত হইতেছে, উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, যে, সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আর্থিক বৎসরের শেষ নাগাদ জামাত শুধু লাজেমী চাঁদার সাড়ে আট লক্ষ টাকার বর্ত্তমান ঘাটতিই পূরণ করিবে না বরং নিজেদের পূর্ব রীতি ও ঐতিহ্যের পথে অগ্রসর হইয়া এ বৎসরও তাহারা বাজেটের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং এইভাবে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর ফজল ও অনুগ্রহের অধিকারী হইবে। (ইনশাআল্লাহ)

অবশেষে হুজুর বলেন, কুরআনে নির্দেশিত সকল পথেই আমাদের আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহকে আকর্ষণ ও আহরণ করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আমিন।

(আল-ফজল, ৩রা ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক গাহ্‌মুদ

জুমার খোৎবা

ইসলামের প্রতি আরোপিত বল-প্রয়োগের কলঙ্কময় মিথ্যা প্রচারের অবসান ঘটুক

রবওয়া (মসজিদে আকসা), ২৬শে মার্চ ১৯৭৬—

আজ সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুমার খোৎবায় প্রথমে এই আয়াত পাঠ করেন :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى - (البقرة : ٢٥٧)

অতঃপর হুজুর বলেন : ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর ও মহান ধর্ম। ইহা স্বীয় সত্যতার এত বিপুল জোরালো যুক্তি-প্রমাণ এবং তৎসংঙ্গে আসমানী নিদর্শনাবলীর এমন এক বিশাল সমুদ্রের অধিকারী যে, উহাদের বিদ্যমানতায় ইসলামের স্বীয় তবলীগ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আদৌ কোন বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তির প্রয়োজন নাই। এই সকল যুক্তিপ্রমাণ এবং উজ্জল নিদর্শনাবলী হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) এমন ভাবে পেশ করিয়াছেন যে, উহার ফলে যাহারা ইসলামকে তাহাদের ঘৃণ্য দোষারোপ ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণেও এখন সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে।

হুজুর বলেন, "কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও কতিপয় লোককে ইহা বলিতে দেখা যায়, যে, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তলোয়ারের প্রয়োজন আছে। অথচ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা সুস্পষ্টভাবে উহা খণ্ডন করিয়াছেন।

ইসলামের প্রতি বলপ্রয়োগের নীতি আরোপকারীদের কথা উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন যে, বলপ্রয়োগের একটি পদ্ধতি তো এই হইতে পারে যে, মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবিষ্ট করান। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি বর্ত্তমানে আমরা ইহা দেখিতে পাইতেছি যে, বল-প্রয়োগের দ্বারা কাহাকেও ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করা এবং ইহা বলা যে, তোমাদিগের জন্য খোদাতায়ালার তৌহিদ এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্য রসুল বলিয়া দাবী করারও কোন হক বা অধিকার নাই। হুজুর বলেন, বলপ্রয়োগের যে কোন প্রকার পদ্ধতিই আমরা দেখিতে পাই না কেন, উহা নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থি, এবং আমাদের কর্ত্তব্য, আমরা যেন বলপ্রয়োগের মোকাবেলায় বলপ্রয়োগ না করি। তেমনি উক্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য বদ-দোওয়াও যেন না করি, বরং তাহাদের জন্য আমাদের এই দোওয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের হেদায়েতের উপকরণ সৃষ্টি করুন, তিনি তাহাদিগকে শুভবুদ্ধি দিন, এবং আমাদিগকেও সত্যিকারভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার তওফিক দিন, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব সত্বর ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হয় এবং ইসলামের প্রতি আরোপিত বলপ্রয়োগের কলঙ্কময় নীতি চিরকালের জন্য মুছিয়া যায়। (আল-ফজল, ২শশে মার্চ ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

আহ্মদী

৩০শে এপ্রিল —১৯৭৬ ইং

সংবাদ

৫৭তম মজলিসে শুরায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ

রবওয়া, ২৮শে, মার্চ ১৯৭৬ই—

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম মজলিসে মুশাওরত ২৬ মার্চ শুরু হইয়া আজ পূর্ণ সফলতা ও আশিস এবং বরকতের সহিত সমাপ্ত হয়। পরিসমাপ্তির পূর্বে এজতেমায়ী দোওয়া হয়, যাহাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর অনুগমনে ও পরিচালনায় সম্মানিত নোমায়েন্দাগণ এবং অপরাপর সকল বন্ধু ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের নিমিত্ত হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক জারীকৃত মহান আসমানী ব্যবস্থা ও রূহানী সংগ্রামের পূর্ণ ও আশু সফলতার জন্য সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে চরম বিনয় ও সকরুণ ক্রন্দন ও উচ্ছাস এবং আত্মবিলিনতার সহিত দোওয়া করার বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেন। (আলহামদুলিল্লাহ্)।

সমবেত দোওয়ার পূর্বে হুজুর আকদাস (আইঃ) একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ভাষণ দান করেন। হুজুর বলেন "প্রত্যেক আহ্‌মদীকে এই বিশ্বাসে ভরপুর ও বলীয়ান হওয়া উচিত যে খোদাতায়ালার ওয়াদা সমূহ এবং হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া শুভ সংবাদসমূহ অনুযায়ী সেই শুভ-মুহূর্তের আগমন ও উপস্থিতি সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী, যখন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামাতের দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্তের শুভাগমনের পূর্বে ইহাও জরুরী যে, আমরা যেন আমাদের দোওয়া এবং প্রচেষ্টাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছাই। দুনিয়া আমাদিগকে যাহা খুশী, তাহাই বলুক না কেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া আখ্যা দিক না কেন, আমরা খোদাতায়ালার ফজল ও করমে ইসলামের সাচ্চা আত্মোৎসর্গকারী এবং রসুলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নগণ্য দাস ও সেবক হইয়াই থাকিব। দুনিয়ার কোন শক্তিরই এই অধিকার নাই যে, উহা কোন আহ্‌মদীর দ্বারা একথা বলাইতে পারে যে, সে মুসলমান রহিল না, অথবা সে ইসলাম হইতে মুরতাদ (পরিত্যাগকারী) হইল। কেননা ঈমানের মধুর আস্বাদন এবং ইসলামের মহব্বত ও প্রেম আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত। আমরা পৃথিবী বোঝাই বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া লইব, সকল প্রকার কুরবানী পেশ করিতে

প্রস্তুত থাকিব, কিন্তু তদ্রুপ কোন কিছুই বলিতে কখনও প্রস্তুত হইব না।"

হুজুরের এই ঈমান উদ্দীপক ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ উপস্থিত সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে যিন্দা ঈমানের এক অবর্ণনীয় আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিতেছিল।

এবারের মজলিসে-শুরায় সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, তাহরীক জদীদ ও ওকফেজদীদের আয়-ব্যয়ের বাজেট মঞ্জুরীর সুপারিশ ব্যতীত আরও কতিপয় গুরুত্ব-পূর্ণ তরবিয়ত ও সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবও বিবেচনার আওতাভুক্ত হয়। তন্মধ্যে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব, যাহা সর্বসম্মতি-ক্রমে গ্রহীত হয়, তাহা হইল আহ্‌মদীয়া ফিকাহ্ সংকলন ও বিন্যস্ত করার বিষয়। এতদ্বারা সৈয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর নিকট এই নিবেদন পেশ করা হয় যে, হুজুর যেন একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করেন, যাহারা আহ্‌মদীয়া ফিকাহ্‌কে সংকলিত ও বিন্যস্ত করিবেন, অতঃপর উহা হুজুরের অনুমদন ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া জামাতের প্রত্যেকের জন্য কাযা বা বিচার-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এবং দেশীয় আদালতসমূহে 'পার্সন্যাল ল' হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "উল্লিখিত ফিকাহ্ ওরাসত, হেবা, নিকাহ্, যাকাত, গার্জিয়েন-শিপ এবং অন্যান্য জরুরী ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদি লইয়া সংকলিত হইবে, যাহা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর অনু-মোদন লাভের পর "ফিকাহ্ আহ্‌মদীয়া হানাফিয়া ইসলামিয়া" অথবা সংক্ষেপে "ফেকাহ্ আহমদীয়া'-এর নামে প্রকাশ করা হউক, যাহাতে এই ফিকাহ্ জামাত আহ্‌মদীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কাযা বা বিচারগত ব্যপারে এবং দেশীয় আদালত সমূহে পার্স-ন্যাল ল' হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।"

উক্ত ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হুজুর (আইঃ) ইসলামী ফিকাহ্‌র তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বুজর্গাণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমূল্য অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, অথচ হৃদয়গ্রাহী এবং সামগ্রীক ভাবে আলোকপাত করেন। হুজুর বলেন, ফিকাহ্‌র চারি ক্ষ্যতনামা ইমাম হইয়াছেন—হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বাল (রহ্‌মতুল্লাহে আলাইহিম)। তাঁহারা ফিকাহ্‌র মসলা ও বিষয়াদীতে মতানৈক্যের কারণে কাহাকেও অমুস্লিম বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন না এবং কাহারও প্রতি কুফরের ফতওয়াও দিতেন না।

হুজুর (আইঃ) আহ্‌মদীয়া ফেকাহ্ সংকলনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে কোন সরকার কোন সময় একথা বলার যদিও অধিকার রাখে যে আমরা আহ্‌মদীগণের বিষয়াদির ফয়সালা হানাফী ফেকাহ্ অনুযায়ী করিব না, অথবা শাফিয়ী ফেকাহ্ অনুযায়ী করিব না। কিন্তু দুনিয়ার কোনও বিবেক-বুদ্ধি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না এবং কোনও সরকার বা দেশ এই অধিকার রাখে না যে,

তাহারা আমাদের ফেকাহ্‌গত বিষয়াদির ফয়সালা খোদ তাহাদের নির্ধারিত বিধি-বিধান অনুযায়ী করে। কোন্ ফেকাহ্ অনুযায়ী আমাদের বিষয়াদির ফয়সালা করা হউক তাহা বলার অধিকার আমাদের। সেই জন্য আমাদের ফিকাহ্, যাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে, এখন উহাকে বিস্তারিতভাবে সংকলন ও বিন্যস্ত করা জরুরী। সমগ্র জগত ব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রসার এবং তাহাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেও উক্ত সংকলনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। উহা সংকলিত হওয়ার পর সমস্ত দুনিয়ার আহ্‌মদীর জন্য ফিকাহ্‌সংক্রান্ত মসলা ও বিষয়াদি বুনিয়াদি ও নীতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। অবশ্য কোন কোন আংশিক বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্থক্যও হইতে পারে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) সমাপ্তি ভাষণ দান করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক আহ্‌মদীরই এই বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া উচিত যে, সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্ত ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন খোদাতায়ালার ওয়াদা সমূহ এবং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেওয়া মাহ্‌দী সংক্রান্ত শুভ সংবাদ সমূহ অনুযায়ী সমগ্র মানবজাতিকে একই উম্মত বা মণ্ডলীতে পরিণত করা হইবে এবং তাহারা ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। সেই সময় আসিবে এবং নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু উহার আগমনের পূর্বে ইহা জরুরী যে, আমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা সকল প্রকার কুরবানী গ্রহণ করেন এবং আমরা আমাদের প্রচেষ্টা এবং দোওয়াকে চরম শিখরে পৌঁছাই।

হুজুর বলেন, কুরআন করীমে আল্লাহ্ বলেনঃ قو انفسكم وا هليكم نا را (التحريم : ٧)

অর্থাৎ, নিজদিগকে এবং নিজেদের সন্তান সন্ততিকেও দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করার চেষ্টা কর, এবং দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়ার একটিই পথ আছে, এবং তাহা এই যে, আমরা যেন ইসলামের সহিত ওতোপ্রেতভাবে সংযুক্ত থাকি এবং ইসলামী শরীয়তের সমগ্র আহ্‌কাম ও অনুশাসন মানিয়া চলার ও আমল করার চেষ্টা করি। কুরআন শরীফে আর এক স্থানে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেনঃ "যে ব্যক্তি নিজে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমার কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, যদি কি না তুমি নিজে হেদায়েত তথা 'সেরাতে মুস্তাকীমে' কায়েম থাক। পরিশেষে তোমরা খোদাতায়ালার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তিনিই ফয়সালা করিবেন, কে জান্নাতী এবং তোমাদের আমল গ্রহণযোগ্য কি না।" (আল-মায়েদা : ১০৬)

হুজুর বলেন : আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে খাঁটী তৌহিদে বিশ্বাসী। আমরা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নগন্য দাস ও সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এক নিবিড় আন্তরিক সম্বন্ধ পার। দুনিয়

আমাদিগকে কাফের বলুক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। সাংবিধানিক বা আইনগত গরজে আমাদিগকে অমুস্লিম বিলিয়াও আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার কোন শক্তির এই অধিকার নাই এবং কখন ও থাকিতে পারে না যে, উহা কোন আহ্‌মদীর দ্বারা এ কথা বলাইবার প্রয়াস পায় যে, সে ইসলাম হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। যদি সমগ্র পৃথিবী সমান বিপদাবলীর পাহাড়ও আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং আমাদিগকে আমাদের মুসলমান হওয়া অস্বীকার করিতে বলা হয় তবে উহা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাদের দেহের অনুপরমাণুর কুরবানী পেশ করিয়া দিব, কিন্তু কখনও ইসলাম হইতে অস্বীকৃতির কথা উচ্চারণ করিব না। আমি প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলিতেছি যে, খোদাতায়ালার ফজলে জামাত আহ্‌মদীয়ার বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠের হৃদয়ে সেই ঈমানের প্রাঞ্জলতা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার উপস্থিতিতে কাহারও পদস্খলন ঘটিতে পারে না। যে জামাত দিবারাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করিতেছে, মানবজাতির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিশীল, যাহারা খোদাতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসার অধিকারী, তাহারা কেমন করিয়াই বা মানুষের বলাতে নিজেদের ঈমান সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জানাইতে পারে? তাহারা নিশ্চয়ই সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর কায়েম থাকিবে।

পরিশেষে হুজুর বলেন, কোন অবস্থাতেই আমাদের মধ্যে ক্রোধের মনোভাব সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বরং মানুষের প্রতি পরম দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং তাহাদের জন্য দোওয়া করা উচিত যে, তাহারা যেন তাহাদের আমল ও কার্যকলাপের দ্বারা ইসলামের দুর্নাম না ঘটায়। সর্বক্ষণ আমাদের নিজেদের এবং পরিবার পরিজনের এসলাহ্ ও সংশোধনের ব্যাপারে লক্ষ্য ও চেষ্ট রাখা এবং দ্বীনের জন্য প্রত্যেক প্রকার কুরবানী পেশ করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। (হযরত মসীহ্ মওউদের ভাষায়) আমাদের তো মোকাম ইহাই—

عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں
نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں

(অর্থাৎ, শত্রু যখন হট্টগোল বাড়াইয়া দিল, তখন আমরা আমাদের গোপন বন্ধু আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে বিলিন হইয়া গেলাম)।

আল্লাহ্ করুন, আমাদের মধ্যে যেন সর্বদাই সেই রূহ্ (মনোভাব) কায়েম থাকে এবং যে সকল কুরবানী ইসলামের প্রয়োজন, তাহা যেন আমরা পেশ করিতে পারি, যাহাতে সত্বর সেই দিন আসিয়া যায়, যখন সমগ্র জগতে ইসলামের সর্বসুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হয় এবং মানবজাতি ইসলামের শান্তিপুর্ণ পতাকার নিচে একত্রিত হয়। আমীন।

অত:পর হুজুর এক দীর্ঘ সময় এজতেমায়ী দোওয়া পরিচালনা করেন, যাহা গভীর মনোনিবেশ, বিনয়, ক্রন্দন ও কাতরতা এবং আত্মবিলিনতার এক বর্ণনীয় স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। উক্ত সমবেত দোওয়ার সহিত জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম মজলিসে-মোশাওরত অত্যন্ত কামিয়াবী ও কল্যাণ এবং বরকতের সহিত সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

(আল-ফজল, ২৯ শে মার্চ ১৯৭৬)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আল-মাহদী

—শাহ আ,র,ম, মোজহারুল হান্নান (হালওয়াঘাট)

হে পথিক, কাহারে সন্ধান করিছ তুমি, প্রতীক্ষায় গুনিছ প্রহর ?
ধরার আনন্দ সভায় নির্ঘোষে যার জয়গান, উচ্ছসিত আনন্দ ভাস্বর।
অভিষেকে কি'বা প্রয়োজন নিন্দিত সে যে অনাদি চেতনা ধারা ;
সিক্ত বারি সৃষ্টির সর্ব পাপরাশী, বহিছে পাগল পারা।

বন্ধু, হের নাই কি তুমি ? চন্দ্র সূর্য্যের সেই অপূর্ব মিলন
শতাব্দীর ইপ্সিত মানস পুত্র, হেজাজের পথে করে আগমন।
ভুলিয়া গেছ কি বন্ধু ? দাজ্জালের ধ্বংস আর সৃষ্টির অভিযান।
সেরা সৃষ্টি আদম সন্তানের অপযশ অপমান।

সকল কলঙ্ক মুছায়ে যুগের মাহদী ডাকিতেছে অবিরাম।
এস, এস হেথা চির শান্তি মাঝে, সকল জ্বালার হ'বে অবসান।
হেথায় শান্তির আবে কাওছার, সৃষ্টি লয়ের পক্ষপুটে।
ভাবিছ বন্ধু ! ওই হের ? বাতিল হেথা পথে পথে মরে মাথাকুটে।

দৃষ্টি ফেলিছ দূরে ! অদৃষ্টের স্রোতে ভাসা অতিগুঢ় বেদনা নিঃসীম,
মাহদী তোমার হৃদয়ে বাধা, বৃথাই খুজিছ ইব্রাহিম।
দিকে দিকে আজ পড়িয়াছে সাড়া কুঞ্জে কুঞ্জে আয়োজন।
মাহদীর প্রেমে বিভোল মানুষ তৌহিদের শুনো নিমন্ত্রন।

তোমার বিশাল হৃদয় আরশীতে, বন্ধু, করো নিরীক্ষণ
বারতা মাহদীর অনন্তঃ জ্যোতি লক্ষ্য স্থির করে করো আলিঙ্গণ
পাপ পঙ্কিল ধরার সকল গ্লানী আজি করি অবসান
হেরা হ'তে কাদিয়ান বিশ্ব জনপদে মাহদীর জয়গান।

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

বিগত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৬ মোতাবেক ২১ ও ২২শে চৈত্র, রবি ও সোমবার দুই দিন ব্যাপী সুন্দরবন আঞ্জুমনে আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিকী জলসা অতীব সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানীয় সকল আহমদী ভ্রাতাভগ্নি ছাড়াও ঢাকা হইতে বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব (সাল্লামল্লাহু) ঢাকা আঞ্জুমনের আমীর মোহতরম মকবুল আহমদ খান সাহেব সহ জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব, জনাব আলহাজ মোঃ আব্দুস সালাম সাহেব ও তদীয় বেগম সাহেবা, ও জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার সাহেব উক্ত জলসায় যোগদান করেন। ইহা ছাড়া খুলনা, বগুড়া ও অন্যান্য এলাকা হইতেও ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এই জলসায় শরীক হন।

জলসার প্রথম দিনে অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সকাল ৮টা ৩০ মিনিট হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা পর্যন্ত প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। অতঃপর কোরআন তেলাওয়াত করেন সেখ জনাব আলী সাহেব এবং উর্দু ও বাংলা নাত পেশ করেন যথাক্রমে জনাব ফজলুল করীম মোল্লা ও মমতাজ আলী সাহেব।

অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। জলসায় যোগদানকারী সকল ভ্রাতা-ভগ্নির উদ্দেশ্যে অভর্থনা জ্ঞাপন করেন জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ জনাব আলী সাহেব। জলসার উদ্বোধনী ভাষন পেশ করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। তরবিয়তে আওলাদ ও কবুলিয়ত দোয়া শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তৃতা পেশ করেন মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব ও মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী সাহেব। প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যায়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক প্রদত্ত খোতবা পাঠ করিয়া শুনান জনাব ফজলুল করিম মোল্লা সাহেব। অতঃপর প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দ্বিপ্রহরের স্নানাদি, আহার ও বিশ্রামের পর বাজামাত যোহর ও আসরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর অপরাহ্ন ৪টা ৩০ মিনিটে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন সদর মুরুব্বী জনাব এ কে এম মুহিবুল্লাহ সাহেব। এবং উর্দু ও বাংলা নজম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব সুফি সকিম উদ্দিন সি, এষ, আবু সৈয়দ সাহেব। হজ্জের ও তাৎপর্য খেলাফতের গুরুত্ব, ওফাতে ইসা (আঃ), সাদাকাতে মসিহ মাউদ (আঃ) ও খাতামান নবীঈন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা পেশ করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব আলহাজ মোঃ আব্দুস সালাম, আবু কওছার শেখ জনাব আলী, মকবুল আহমদ খান ও বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাহাম্মদ সাহেব। বস্তুতঃ

ওফাতে ঈসা (আঃ), সাদাকাতে মসিহ্ মওউদ ও খাতামান নবীয়ীন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রদত্ত বক্তৃতা এতই যুক্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সকল শ্রোতা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হইয়া শুনিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষের উপস্থিতি এক হাজারেরও অধিক হইয়া ছিল। রাত্র ৯ টায় দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসার ২য় দিন ৫ই এপ্রিল তারিখে সকাল ৮—৩০ মিনিট হইতে ১২-০০ পর্যন্ত ৩য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন কেবল মাত্র লাজনা এমাউল্লা অর্থাৎ জামাতের মহিলা শাখার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এই অধিশনে জামাতের বিভিন্ন এলাকা হইতে নাসেরাত সহ প্রায় ৪০০ শত মহিলা যোগদান করেন। অতীব শৃঙ্খলার সাথে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালিত হয় এই অধিবেশনে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ লাজনার প্রেসিডেন্ট বেগম মোসলেমা সালাম, বেগম সামছুর নাহার বেগম, হামিদা কওছার ও আরো অনেকে। এই অধিবেশন শেষে লাজনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাহাদের উদ্দেশ্যে এক ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার আমীর মহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব।

অতঃপর ২য় দিনে ৪র্থ অধিবেশন বিকাল ৪—৩০ মিনিটে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলওয়াত এবং উর্দুওবাংলা নজম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব আবদুস সাত্তার জনাব ফজলুল করীম মোল্লা ও বি, এম আবদুল মান্নান। তাহরীকাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আঃ), দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ, বিশ্বে ইসলাম প্রচার, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের উপরে জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পেশ করেন যথাক্রমে জনাব কওছার আলী, মোল্লা মৌঃ এ, কে এম মুহিবুল্লাহ্ জনাব আব্দুস সাত্তার ও মহতারম মকবুল আহ্মদ খান সাহেব। জলসার শেষ সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন সভার সভাপতি ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার মোহতরম আমীর সাহেব। তিনি আহ্মদীয়াতের মৌলিক বিষয় গুলি এমন যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো ভাষায় পেশ করেন যে, কেহ টুশব্দটি পর্যন্ত করেন নাই এবং প্রত্যেকটি শ্রোতার হৃদয়ে গভীর রেখা পাত করিয়াছিল। এমন কি সমাপ্তি ভাষণের পরেও সভাকক্ষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব ছিল। অতঃপর জামাতের তরিক্কি, খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আঃ) সহ জামাতের বুজুরগানদে স্বাস্থ্য ও সমস্যা ও বিপদ গ্রস্থ ভ্রাতা-ভগ্নির রোগ ও বিপদ মুক্তি কামনা করিয়া খাস ভাবে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর সাহেব। অতঃপর জলসার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। জলসার শেষ দিনের অধিবেশনেও বিপুল সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেক হিন্দু ভ্রাতা-ভগ্নিও যোগদান করিয়া ছিলেন। জলসা-গাহে স্থান সংকুলন না হওয়ায় উপস্থিত মেহমানগণ মসজিদে জমা হইয়া ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ ভ্রাতা ভগ্নির থাকা ও খাওয়ার সুবন্দব্যস্থ করা হইয়াছিল। এবং এই কার্য্যে শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট মৌঃ সামসুর রহমান সাহেবের তত্বাবধানে জামাতের আনছার খোদ্দাম আতফাল অতীব সুচারু রূপে ও শৃঙ্খলার সাথে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। (নিজস্ব সংবাদ দাতা)

বিভিন্ন জামাতে খেদমতে-দ্বীনের এক ঝলক

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ২৮শে মার্চঃ স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক এজতেমা উক্ত তারিখে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পূর্ণ সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। নামায তাহাজ্জুদ হইতে আরম্ভ করিয়া এশার নামায পর্যন্ত বিভিন্ন সারগর্ভ তরবিয়তী বক্তৃতা, দোওয়া ও যিকরে এলাহীর ভিতর দিয়া ইজতেমার আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কর্মসূচী সুসম্পন্ন হয়।

চট্টগ্রাম, ১০ ও ১১ এপ্রিল: চট্টগ্রাম মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক এজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সারগর্ভ অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী পূর্ণ সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার মহ্‌তরম আমীর সাহেব ইহাতে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

চট্টগ্রাম, ১৪ই এপ্রিল: চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহ্‌র (জামাতের মহিলা শাখা) ৪র্থ বার্ষিক এজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মহ্‌তরম আমীর সাহেব সারগর্ভ তরবিয়তমূলক ভাষণ দান করেন। ইজতেমার কর্ম সূচী অনুযায়ী ধর্মীয় জ্ঞান, বক্তৃতা, নযম খেলাধুলা ইত্যাদির প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ স্থান অধিকারিনী সদস্যাদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম, গত ২৪শে ডিসেম্বর—চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ওফাতে ঈসা (আঃ)-এ বিষয়ের উপর এক সেমিনার মজলিস কায়েদ জনাব বি, এ, এম, এ সাত্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে নির্ধারিত বিষয়টির উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মোনেম বিল্লাহ্‌, ওয়াহেদ আহমদ মারুফ, ফজলুর রহমান এবং জাফর আহমদ। সেমিনারের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ এবং চট্টগ্রামের বিভাগীয় কায়েদ জনাব এম, এ, নিজামী। আলোচনায় হযরত ঈসা (সাঃ)-এর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে, একথা স্বীকার করিয়া নেওয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের পূর্ণতাকেই ত্বরান্বিত করা হয়—মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ইহাতে আরো বলা হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয় নাই, এমন ভ্রান্তির মধ্যে যারা রহিয়াছে, মূলতঃ তারা খ্রীষ্টান ধর্মীয় মতবাদকেই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে!

উল্লেখ্য যে এর আগে গত নবেম্বর মাসে, চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'সুরা ফাতেহা'-এর উপর প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান এবং তাতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ফজলুর রহমান এবং জাফর আহমদ।

ময়মনসিংহ, ২৩শে মার্চ: বাদ আছর ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মসজিদ চত্বরে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মসীহ্‌ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। জমাতের অধিকাংশ সদস্য, মহিলা সদস্যা ও ছোট ছেলে-মেয়ে ছাড়াও অনেক গয়ের

আহ্‌মদী বন্ধু এই সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় জনাব বদিউজ্জামান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে এবং জনাব জকীউদ্দীন সাহেবের কোরআন শরীফ তেলাওতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। অতঃপর, মসীহ্ মওউদ দিবসের তাৎপর্য্য, মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাদাকাত ও তাঁহার পবিত্র জীবনের কতিপয় ঈমান-বর্দ্ধক ঘটনা, মসীহে মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে খাতামান নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর রসুল প্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণ শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় ও পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও স্থানীয় জমাতের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মুস্‌লেহ্ মওউদ দিবস ও সিরাতুন্নবী দিবস উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলন দুইটিও অত্যন্ত বা-বরকত পরিবেশে সম্পন্ন হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন বক্তা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ সিরাতুন্নবী দিবস উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত কতিপয় গয়ের আহ্‌মদী বন্ধু এবং হিন্দু ভদ্রলোককেও মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের উপর আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সভার শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত সুধীমণ্ডলী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বক্তৃতার বিষয়বস্তুসমূহ শ্রবন করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। (সংবাদ দাতা)

কটিয়াদী (ময়মনসিংহ), ১৪ই মার্চ : কটিয়াদী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে কটিয়াদী থানার অধিন মসুয়া গ্রামে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মহতারম আমীর সাহেব এবং তিনি জ্ঞান-গর্ভ ভাষণও দান করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সদর মোয়াল্লেম জনাব মৌঃ সলিমুল্লাহ্ এবং হাফেজ সিকান্দর আলী সাহেব। লাউডস্পিকারের সুবন্দোবস্ত ছিল। পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত গভীর মনোযোগ সহকারে অসংখ্যলোক বক্তৃতা সমূহ শ্রবণ করেন।

আহ্‌মদ নগর (দিনাজপুর)—২৩ ও ২৪ শে এপ্রিল, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আহ্‌মদনগর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক জলসা শুক্র ও শনি দুই দিন ব্যাপী অত্যন্ত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ঢাকা হইতে মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ব্যারিষ্টার মোঃ শামসুর রহমান সাহেব এবং শেখ আবদুল গণী সাহেব ব্যতীত উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জামাত হইতেও বন্ধুগণ যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু গয়র আহ্‌মদী ভ্রাতাও যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বেলাল হুসেন সাহেবের তত্বাবধানে জামাতের আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল শৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে জলসার দায়িত্বাবলী পালন করেন। উক্ত জলসার স্থায়ী সুফল লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে

অনুষ্ঠিত কয়েকটি সেমিনার

বিষয়	স্থান	সময়
(ক) "ফতেহ ইসলাম" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা	— দারুত তবলীগ, ঢাকা	—মার্চ, ১৯৭৬
(খ) "সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ)" সম্পর্কে আলোচনা	— ঐ	— ঐ
(গ) "খাতামান নবিয়ীন" সম্পর্কে "	— চট্টগ্রাম	— ঐ
(ঘ) "দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ" সম্পর্কে "	— ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	— ঐ
(ঙ) "ফতেহ ইসলাম" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা	— খুলনা	— ঐ
(চ) "ইসলামী নীতি দর্শন" পুস্তক " "	—দারুত তবলীগ, ঢাকা	— এপ্রিল, ১৯৭৬

রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দোওয়ার তাহ্‌রীক

হযরত সৈয়েদা নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা অনেক দিন যাবৎই বার্দ্ধক্য বশতঃ অসুস্থ আছেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমানে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁহার পূর্ণ ও আশু রোগমুক্তি এবং দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ঐশী সুসংবাদ অনুযায়ী প্রাপ্ত সৈয়েদনা হযরত মসীহ মউওদ (আঃ)-এর পবিত্র সন্তানদের মধ্যে বর্তমানে মাত্র দুইজনই আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন অর্থাৎ হযরত সৈয়েদা নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা এবং হযরত সৈয়েদা নওয়াব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা।

হযরত সৈয়েদা তাঁহার পবিত্র জীবন, তাঁহার গভীর সহানুভূতি এবং দোওয়ার কবুলিয়তের উচ্চ মর্যাদার কারণে জামাতের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহার পূর্ণ ও আশু রোগমুক্তি এবং দীর্ঘায়ুর জন্য প্রত্যেক আহ্‌মদীর খাসভাবে দোওয়া করা কর্তব্য। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের দোওয়া কবুল করুন এবং তাঁহার বরকতপূর্ণ ছায়া আমাদের শিরে দীর্ঘস্থায়ী রাখুন।

আমীন।

হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য

আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে সাইয়েদেনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য ভাল আছে। বন্ধুগণ, হুজুর অকেদাস (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং কর্মময় দীর্ঘায়ুর জন্য খাস ভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

শুভ বিবাহ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিগত সালানা জলসায় শেষ দিনে (৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৬) নিম্ন বর্ণিত বিবাহ সমূহ সম্পন্ন হয়।

(১) কুমিল্লা জেলার তারুয়া নিবাসী মরহুম মুন্সী ওয়াহেদউল্লা সাহেবের পুত্র জনাব মোহাম্মদ এনায়েতুল হাসানের সহিত একই গ্রামের মুন্সী ফুল মিঞা সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ জাহান আরা বেগমের সাত হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(২) তারুয়া নিবাসী জনাব আবদুল আওয়াল সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামের সহিত রিকাবী বাজার নিবাসী জনাব মুন্সী ছমিরুদ্দিন সাহেবের কন্যা মাহমুদা বেগমের (খুকী) পাঁচ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৩) ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অন্তর্গত কোড়াবাড়ী নিবানী জনাব তারু মিঞা সাহেবের পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবু নাসেরের সহিত একই গ্রাম নিবাসী সুবেদার আবু তাহের সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ ফরিদা আক্তারের ছয় হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৪) ২৭৫ নং পূর্ব নাখালপাড়া (তেজগাঁও জমাত) নিবাসী জনাব মোঃ আবদুল মজিদ সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ নাজির আহমদের সহিত মীরপুর ৬নং সেকশনে বসবাসরত জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ জাহান আরা বেগমের দশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৫) ফরিদপুর জেলার মুন্সী কাদিরপুর নিবাসী জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের পুত্র জনাব আবদুল মোতালিবের (মহকুমা কৃষি প্রশাসক, বাগেরহাট, খুলনা) সহিত নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম মল্লিক সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ ফাতেমা খাতুনের পনর হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৬) আখাউড়ার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী জনাব মাহবুবর রহমান চৌধুরী সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব লুৎফুর রহমান চৌধুরীর সহিত বাসুদেব নিবাসী মরহুম ফয়জুল ইসলাম ভূঞা সাহেবের ৩য় কন্যা মোহাম্মৎ মোহছেনা বেগমের তিন হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৭) বগুড়া নিবাসী জনাব শাহ্ মোঃ আফতাবুদ্দিন সাহেবের পুত্র জনাব শাহ্ বাহাউদ্দিন শিবলীর সহিত রংপুর নিবাসী প্রবীন এডভোকেট মৌঃ বদরুদ্দিন আহমদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ নাজমে আরা বেগমের দশ হাজার পাঁচশত টাকা দেন মোহর ধার্যে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৮) বিগত ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৬ বাদ জুমা ৪নং বক্শী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে ময়মনসিংহ জেলার সরিষা বাড়ী থানার অন্তর্গত সাতপোয়া নিবাসী জনাব তফাজ্জুল হোসেন' সাহেবের পুত্র জনাব তাসাদ্দুক হোসেনের সহিত রংপুর নিবাসী প্রবীন এডভোকেট মৌঃ বদরুদ্দিন আহমদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ হোস্নে আরা বেগমের দশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ্তায়ালা উল্লিখিত বিবাহ সমূহকে সর্বোতভাবে বাবরকত করুন। আমীন।

খেলাফৎ ঃ

হযরত খলিফাতুল মসাহ আওয়াল (রাঃ) এর পবিত্র বাণীর আলোকে

(ক) খোদাতায়ালাই খলিফা বানান ; খলিফার উপর আপত্তি তোলা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ

"আমি তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছি, কোরআন মজিদ হইতে দেখাইয়াছি যে, খলিফা বানানো মানুষের কাজ নহে বরং ইহা খোদা-তায়ালার কাজ। কে আদম (আঃ)-কে খলিফা বানাইয়াছিল? আল্লাহতায়ালা বলেন :

"ইন্নি জায়েলুন ফিল আরযে খলিফাহ্।"

আদমের এই খেলাফতের উপর ফিরিশ্তাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল....কিন্তু তাহারা আপত্তি করিয়া কি ফল পাইয়াছে? তোমরা কোরআন মজিদে পড়িয়া লও। তাহাদিগকে তো অবশেষে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করিতেই হইল। সুতরাং যদি আমার উপর অভিযোগ-কারীদের কেহ ফিরিশ্তাও হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকেও বলিব যে আদমের খেলাফতের সামনে সেজদা রত হও, তবেই মঙ্গল। আর যদি সে অস্বীকার ও অহংকারকে তাহার স্বরথী করিয়া ইবলিসের রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে যে, আদমের বিরোধিতা করিয়া ইবলিস ফল কি পাইয়াছিল? আমি পুনরায় বলিতেছি, যদি কেহ ফেরেশ্তার রূপ ধারণ করিয়াও আমার খিলাফতের উপর আপত্তি করে, তাহা হইলে 'সৎস্বভাব' তাহাকে "উসজুহু লে আদামা"—'আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা কর'-এর প্রতি ফিরাইয়া আনিবে।"

(খ) খলিফার এতায়াত ফরয ঃ

"আবাশারাম মিন্না ওয়াহেদান নাত্তাবে-উহু"— (সুরা আল-কামার : ২৫)

অর্থাৎ 'আমাদের মধ্য হইতে কি এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করিতে হইবে?'

ইমাম একজনই হওয়া উচিৎ, যাহাতে ঐক্য ও সংহতি কায়েম থাকে। এই জামা-নাতেও এমন লোক আছে যাহারা এক ব্যক্তির এতায়াত বা অনুগত্যকে গোমরাহী এবং মছিবত বলিয়া মনে করে। অথচ এ কথা ভুল। এই শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকদের জন্য উক্ত আয়াত প্রণিধান যোগ্য। যাঁহাকে খোদাতায়ালা মানোনীত করেন তাঁহাকে নিজ পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিজয়ী করেন ; খোদা তাহাকে এমন ভুলের মধ্যে পড়িতে দেন না যাহা কওমের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। শুরা (পরামর্শ) এই জন্য নহে যে, খলিফাকে অবশ্যই উহার অনুসরণ করিতে হইবে। বরং উজির গণের রায় তাঁহার জন্য আয়না স্বরূপ হইয়া থাকে যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার রায় পরখ করিয়া দেখেন।" (দরসুল কুরআন, ৫৭২ পৃঃ)।

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোস এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমারা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীন'ল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar